উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২৬ তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ জামাল মোস্তফা, প্যানেল মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ : ৪ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ || ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল ১১.০০ টা
স্থান : নগর ভবন, সেন্টার পয়েন্ট (লেভেল-৮), প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা

সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। স্বাগত বক্তব্যে তিনি বলেন, মশক নিধন বিষয়ে আরো জোরদার কর্মসূচি গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ প্রসংগে সম্মানিত কাউন্সিলরগণকে মসজিদ, মাদ্রাসা, প্যাগোডা, গির্জাসহ জনবহুল স্থানে মতবিনিময়সহ স্কুল-কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে সচেতন করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। সভাপতি আরো বলেন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সকল সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহযোগিতায় এ বছর নির্ধারিত ২৪ ঘন্টা সময়ের পূর্বেই পশু কোরবানীর বর্জ্য অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে এবং বিষয়টি সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। এ ছাড়াও এ বছর কোরবানীর পশুর বর্জ্য অপসারণে নগরবাসীও দারুণ সাড়া দিয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। এ প্রশংসনীয় কাজের জন্য সভার পক্ষ থেকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সকল সম্মানিত সদস্য, সকল সম্মানিত কাউন্সিলর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিসহ অন্যান্য সহযোগী বিভাগসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।
অতঃপর এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করার জন্য তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়কে অনুরোধ করেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভার সভাপতি, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন।

আলোচ্যসূচি-১	:	**৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত ২৫তম কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা)কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ প্রসঙ্গে**
আলোচনা	:	গত ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত ২৫তম সভার (বাজেট সভা) কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় ২৫তম কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) কার্যবিবরণী দৃঢ়করণে উপস্থিত সকলে ঐক্যমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	২৫তম কর্পোরেশন সভার (বাজেট) কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-২	:	**২৫তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি**
আলোচনা	:	সভায় ২৫তম কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাকে আহ্বান জানানো হয়।
সিদ্ধান্ত	:	২৫তম কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	বিভাগীয় প্রধান (সকল)/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৩	:	**রাস্তার নামকরণ প্রসঙ্গে :** **৩.১. "মুক্তিযোদ্ধা ও গণসঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীর সড়ক" নামে নামকরণের প্রস্তাব।** **৩.২. মিরপুর-১৪ নং সেকশনের পুলিশ স্টাফ কলেজের পশ্চিম পার্শ্বে মিরপুর কৃষি ব্যাংকের মোড় হতে ১৫ নং সেকশনের মা ও শিশু হাসপাতাল পর্যন্ত সড়কটি "বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল্লাহ আল মামুন সড়ক" নামকরণ প্রস্তাব।**

আলোচনা	:	৩.১ বিগত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে ডিএনসিসি'র সড়ক, ভবন ও স্থাপনা নামকরণ সংক্রান্ত উপ-কমিটির ৫ম সভায় "সিটি কর্পোরেশন সড়ক, ভবন ও স্থাপনা নামকরণ নীতিমালা-২০১৪" এর আলোকে যাচাই বাছাই করে ২৩ নং ওয়ার্ডস্থিত খিলগাঁও চৌধুরী পাড়ার বি ব্লকের ৬ নং সড়কটি (হোল্ডিং নং-১৩২১ হতে হোল্ডিং ১২৮০ হয়ে ১২৬৬ নং হোল্ডিং পর্যন্ত) "মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিক, একুশে পদকপ্রাপ্ত গণসঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীর এর নাম অনুসারে "মুক্তিযোদ্ধা ও গণসঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীর সড়ক" নামে নামকরণের সুপারিশ গৃহীত হয়। উক্ত সভার সুপারিশ মোতাবেক নামকরণের বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ২৪/০২/২০১৫ তারিখের ৪৬.২০৭.০১৮.১৪.০০.১৬০.২০১২-২৮৬(৩)-২০১৫ সংখ্যক স্মারকে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, উক্ত সময়ে ডিএনসিসিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি না থাকায় প্রশাসক মহোদয়ের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছিল। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিষয়টি কর্পোরেশন সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন বিধায় ২৩ নং ওয়ার্ডস্থিত খিলগাঁও চৌধুরী পাড়ার বি ব্লকের ৬ নং সড়কটি (হোল্ডিং নং-১৩২১ হতে হোল্ডিং ১২৮০ হয়ে ১২৬৬ নং হোল্ডিং পর্যন্ত) "মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিক, একুশে পদকপ্রাপ্ত গণসঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীর এর নাম অনুসারে "মুক্তিযোদ্ধা ও গণসঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীর সড়ক" নামে নামকরণের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে সভায় উপস্থাপন করা হয়। ৩.২ মিরপুর-১৪নং সেকশনের পুলিশ স্টাফ কলেজের পশ্চিম পার্শ্বে মিরপুর কৃষি ব্যাংকের মোড় হতে ১৫নং সেকশনের মা ও শিশু হাসপাতাল পর্যন্ত সড়কটি "বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল্লাহ আল মামুন সড়ক" নামে নামকরণের প্রস্তাব প্রসংগে সভায় জানানো হয়, মহান মুক্তিযুদ্ধে জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন ৮নং সেক্টরের অধীনে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে যুদ্ধ করে আহত হন। কুষ্টিয়া এলাকার বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে তিনি জড়িত। বর্ণিত নামকরণের বিষয়ে আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।
সিদ্ধান্ত	:	বর্ণিত দু'টি প্রস্তাবের বিষয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন ও বিস্তারিত তথ্যাদি বিবেচনা পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নিম্নরূপ উপ-কমিটি গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

জনাব নূরুল ইসলাম রতন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ২৯ নং ওয়ার্ড	-	আহ্বায়ক
জনাব মতিউর রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ১৬ নং ওয়ার্ড	-	সদস্য
জনাব আফসার উদ্দিন খান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ১নং ওয়ার্ড	-	সদস্য
জনাব মোঃ মোবাশ্বের চৌধুরী, সম্মানিত কাউন্সিলর, ৭ নং ওয়ার্ড	-	সদস্য
জনাব শামীমা রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড-১০	-	সদস্য
জনাব দিলবাহার আহম্মেদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, ডিএনসিসি	-	সদস্য সচিব

বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

আলোচ্যসূচি-৪	:	**নব নির্মিত মধুবাগস্থিত কমিউনিটি সেন্টারটি "বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খাঁন কমপ্লেক্স" নামে নামকরণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	সভায় জানানো হয়, জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন সফল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সমাজসেবামূলক কাজে ন্যায়পরায়ন সমাজকর্মী। নবনির্মিত মধুবাগস্থিত কমিউনিটি সেন্টারটি "বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খাঁন কমপ্লেক্স" নামে নামকরণের বিষয়ে উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলর ঐক্যমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	নব নির্মিত মধুবাগস্থিত কমিউনিটি সেন্টারটি "বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খাঁন কমপ্লেক্স" নামে নামকরণের বিষয়ে সুপারিশ সহকারে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৫	:	**ক-২০০ খিলক্ষেত, নামাপাড়া সড়কটি "মোন্তাজবাগ সড়ক" নামে নামকরণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	সভায় জানানো হয়, খিলক্ষেত নামাপাড়া একটি বৃহৎ এলাকা। মরহুম মোন্তাজ উদ্দীন উক্ত এলাকার একজন সমাজসেবী ছিলেন। কিন্তু মোন্তাজবাগ মহল্লার হোল্ডিং এর ধারাবাহিকতা না থাকায়

		এলাকাবাসীকে সমস্যায় পড়তে হয়। রাস্তার নামকরণ করা হলে এলাকার যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান হবে। উল্লেখ্য, বিগত ১২/০৮/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত নামকরণ বিষয়ক উপকমিটির সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনাক্রমে ক-২০০ খিলক্ষেত, নামাপাড়া সড়কটি "মোস্তাজবাগ সড়ক" নামে নামকরণের বিষয়ে সর্বসম্মত সুপারিশ গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত	:	ক-২০০ খিলক্ষেত, নামাপাড়া সড়কটি "মোস্তাজবাগ সড়ক" নামে নামকরণের বিষয়ে সুপারিশ সহকারে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৬	**:**	**ল্যান্ডফিলে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারি ও শ্রমিক/ক্লিনারগণকে মেয়র মহোদয়ের ঐচ্ছিক তহবিল হতে প্রণোদনা প্রদান প্রসঙ্গে**
আলোচনা	:	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা জানান, ১৭ তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত ও ০৫/১২/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখের অফিস আদেশ নম্বর ৪৬.২০৭.০১৮.০৩.০০.৮২৫/২০১২-১২২৭ অনুসারে ল্যান্ডফিলে কর্মরত ১৫ জন কর্মকর্তা, কর্মচারি ও শ্রমিকদের ল্যান্ডফিলের কর্মকাল কমপক্ষে ১ বৎসর হওয়ার শর্তসাপেক্ষে মেয়র মহোদয়ের ঐচ্ছিক তহবিল হতে বছরে ১ (এক)টি মূল বেতনের সমপরিমাণ প্রণোদনা ভাতা প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। সে মোতাবেক সংশ্লিষ্ট ১৫ (পনের) জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু ল্যান্ডফিলে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের চাকুরি বদলীযোগ্য এবং যেকোন সময় জনবল হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে। এজন্য ল্যান্ডফিলে কর্মরত যেসকল কর্মকর্তা-কর্মচারি ও শ্রমিকের কর্মকাল ১ (এক) বৎসর পূর্ণ হবে তাদেরকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতিবেদনের আলোকে মেয়র মহোদয়ের ঐচ্ছিক তহবিল হতে প্রতি বছর ১ (এক)টি মূল বেতনের সমপরিমাণ প্রণোদনা প্রদান করা যেতে পারে মর্মে প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা মতামত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাক্রমে ল্যান্ডফিলে কর্মরত যেসকল কর্মকর্তা-কর্মচারি ও শ্রমিকের কর্মকাল ১ (এক) বৎসর পূর্ণ হবে তাদেরকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতিবেদনের আলোকে মেয়র মহোদয়ের ঐচ্ছিক তহবিল হতে প্রতি বছর ১ (এক)টি মূল বেতনের সমপরিমাণ প্রণোদনা ভাতা প্রদানের বিষয়ে সভায় ঐক্যমত পোষণ করা হয়।
সিদ্ধান্ত	:	ল্যান্ডফিলে কর্মরত যেসকল কর্মকর্তা-কর্মচারি ও শ্রমিকের কর্মকাল ১ (এক) বৎসর পূর্ণ হবে তাদেরকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতিবেদনের আলোকে মেয়র মহোদয়ের ঐচ্ছিক তহবিল হতে প্রতি বছর ১ (এক)টি মূল বেতনের সমপরিমাণ প্রণোদনা ভাতা প্রদানের বিষয়ে সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে যেহেতু এটি আর্থিক সিদ্ধান্ত সেহেতু অর্থ বিভাগের সম্মতি সাপেক্ষে এটি কার্যকর হবে। এ জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা/প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৭	**:**	**দক্ষ মাস্টাররোল পরিচ্ছন্নতা কর্মী/ট্রাক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মজুরি বৃদ্ধি**
আলোচনা	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অফিস আদেশ নং ৪৬.২০৭. ০০৬.০৩.০০.২৪৩৮.২০১৫-৮৯৭, তারিখ ২০/৬/২০১৬ অনুসারে দৈনিক মজুরি ভিত্তিক মাস্টাররোল নিয়মিত দক্ষ শ্রমিকদের মজুরি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২৪/৫/২০১৬ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে। কিন্তু দক্ষ শ্রমিকের সাথে ট্রাক পরিচ্ছন্নতা কর্মী উল্লেখ না থাকায় তারা অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি অর্থাৎ ৪৭৫/- (চারশত পচাত্তর) টাকা হারে মজুরি পেয়ে আসছে। উল্লেখ্য, ট্রাক পরিচ্ছন্নতা কর্মীগণ পূর্ব থেকেই দক্ষ মাস্টাররোল পরিচ্ছন্নতা কর্মীর সমহারে মজুরি পেতেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৪/৫/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৬৬.০৫৯.১৫.৩৪ নং স্মারকের মর্মানুযায়ী ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক দক্ষ মাস্টাররোল পরিচ্ছন্নতা কর্মী/ট্রাক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মজুরি ২৭৫/- টাকা থেকে ৫০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে (অফিস আদেশ নং ৪৬.২০৭.০০০.০৩.০৩.২৩০৬.২০০৫/৫৩৫, তারিখ ২২/৬/২০১৬ খ্রি:)। সেমতে ডিএনসিসির দক্ষ শ্রমিকদের মজুরির সমহারে ''ট্রাক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের'' মজুরি হার ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা নির্ধারণ করত: ২৪/০৫/২০১৬ খ্রি: তারিখ থেকে কার্যকর করার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ডিএনসিসির স্মারক নং ৪৬.১০.০০০০.০০৬.২০৬.১৭৪.১৭-১৩১২, তারিখ ২৯/১১/২০১৭ খ্রি: অনুসারে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক স্মারক নং ৪৬.১০.০০০০.০২৫.৯৯.২০১৭/৪৬২২, তারিখ ২৫/০৪/২০১৮ অনুসারে